বাংলাদেশ যুব গেমস-২০১৮ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা, শনিবার, ২৬ ফাল্গুন ১৪২৪, ১০ মার্চ ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দ,
ক্রীড়া সংগঠকগণ,
সকল প্রতিযোগী ও উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ যুব গেমস ২০১৮- এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। সকল মুক্তিযোদ্ধকে জানাই আমার সালাম।

সুধিমন্ডলী,

সুস্থ-সবল দেহ-মন এবং দেশ ও জাতির প্রতি ভালবাসা তৈরিতে খেলাধুলা অপরিহার্য। খেলাধুলা শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যবসায়, দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। অপরাধ প্রবণতা কমায়। খেলাধুলা যুবসমাজকে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করে। মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে, তখনই খেলাধুলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমরা গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ করেছি। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত স্টেডিয়াম নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়নসহ উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জ খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, খুলনা শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামসহ দেশের প্রায় সকল স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমনেসিয়াম ও ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। নতুন নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা কক্সবাজারে 'শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম' নির্মাণ করেছি।

আমরা শিক্ষা ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সরঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। আমরা প্রতিবছর দেশব্যাপী ছাত্রদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' ও ছাত্রীদের জন্য 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' আয়োজন করে আসছি।

২০০৯ সালের আগে জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমাদের মেয়েরা হকি, ক্রিকেট ও বাস্কেটবল খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারত না। আমরা দায়িত্ব নিয়েই এসব ইভেন্টে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছি। কারণ আমরা চাই ছেলে-মেয়ে সবাই সমান সুযোগ পাবে।

জাতীয় পর্যায়ে একাধিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। আমরা খেলাধুলার প্রসারে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করেছি। বিকেএসপি ও শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়েছি।

এখন আমাদের ক্রীড়াবিদরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। গত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমরা পাকিস্তান, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ জয় করেছি।

সাফ অনুর্ধ্ব ১৫ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৭- এ আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। আমাদের মেয়েরা এএফসি অনুর্ধ্ব-১৪ ফুটবলে আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

সম্প্রতি ভারতে অনুষ্ঠিত নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় আমরা রানার-আপ হয়েছি। আমাদের নারী ক্রিকেট দল জায়গা করে নিয়েছে আগামী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে। আমাদের প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরাও কিন্তু পিছিয়ে নেই। তারাও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনছেন।

সুধিমন্ডলী,

বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের 'রোল মডেল'। দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা ক্ষেত্রে আমরা শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, অনেক উন্নত দেশকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি।

গত অর্থবছর আমাদের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.২৮ শতাংশ। দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের প্রায় ৪১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫ সালের ৫৪৩ ডলার থেকে বেড়ে ১ হাজার ৬১০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৩ বিলিয়ন ডলারের উপর। আমরা নিজেদের অর্থ দিয়ে পদ্মা সেতুর মত বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। চলতি মাসেই আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে উন্নীত হচ্ছি।

দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই একটি গোষ্ঠি ধর্মের নামে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডর মাধ্যমে দেশে অরাজক পরিস্থিতি তৈরির অপচেষ্টা করছে। কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের ভুল পথে পরিচালিত করছে।

জঙ্গিবাদের নেপথ্যে থাকা মদদদাতা শক্তির ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। আমি দেশের ইমাম, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সকলকে জঙ্গি তৎপরতা ও মাদকের বিরুদ্ধে সচেতন হওয়ার আহবান জানাচ্ছি। অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান, আপনাদের সন্তানের প্রতি নজর রাখুন। তাদের এমনভাবে পরিচালিত করুন, যাতে তারা ভুল পথে পা বাড়াতে না পারে। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, বাংলাদেশের মাটিতে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের কোন ঠাঁই হবে না। সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ ও মাদকের বিরুদ্ধে আমরা 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছি।

সুধিমন্ডলী,

আমি ব্যক্তিগতভাবে খেলাধুলা খুব পছন্দ করি। জাতির পিতা একজন ক্রীড়ামোদী মানুষ ছিলেন। তিনি স্কুল জীবনে অসংখ্য ফুটবল ম্যাচ খেলেছেন। আমার দাদাও ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। আমার ভাই শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল আবাহনী ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন।

শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ও শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ফুটবলসহ ক্রীড়া সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলতেন। এছাড়াও আপনারা জানেন, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামালও দেশসেরা অ্যাথলেট ছিলেন। সবমিলিয়ে খেলাধুলা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে।

এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আমাদের যুবকদের নতুন স্বপ্ন দেখাবে। তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে আগামী দিনের সফল ক্রীড়াবিদ। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব প্রতিভায় উদ্ভাসিত হবে।

তোমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা বিজয়ী জাতি। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছি। বাঙালি কারও কাছে মাথা নত করে না, করবে না। জাতির পিতা আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। এখন তাঁর দেখানো পথেই আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

তোমরা যুবক। তাই তোমরা এখানেই থেমে থাকবে না। জাতির পিতা যুবকদের উদ্দেশ্যে প্রায়ই বলতেন, ''মুখে হাসি বুকে বল, তেজে ভরা মন, মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন।'' তোমরা প্রত্যেকে হয়ে উঠবে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের কারিগর।

২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আমি আশা করি, দেশব্যাপী আয়োজিত এই গেমসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুপ্ত প্রতিভা উদ্ভাসিত হবে এবং খেলাধুলার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মত যুব গেমসের এই সফল আয়োজনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

আমি বাংলাদেশ যুব গেমস-২০১৮ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...